তারিখ ... 25 FEB 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

দৈনিক
ইত্তেফাক

কিছু কর্মকর্তার অনিয়মে আস্থা কমছে ইউজিসির

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের তদারকির দায়িত্বে থাকা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) কতিপয় কর্মকর্তার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উঠেছে। আর এ কারণেই মূলত প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে সরকারি এই প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, যদি এসব কর্মকর্তার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা না নেওয়া হয় তাহলে ইউজিসির ভাবমূর্তি আরো ক্ষুণ্ন হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কাছ থেকে অনৈতিক সুবিধা গ্রহণসহ নানা অনিয়মের কারণে প্রতিষ্ঠানটির একাধিক কর্মকর্তাকে ইতোমধ্যে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। এ ছাড়া আরো বেশ কয়েকজন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে। বর্তমানে এক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত কার্যক্রমও চলছে। গত সপ্তাহে জালিয়াতির অভিযোগে একজন অতিরিক্ত পরিচালককে স্ট্যান্ড রিলিজ করা হয়।

তথ্য অনুযায়ী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাকটিক্যাল কেমিস্ট্রি নামে নতুন বিভাগ খোলার জন্য আবেদন করে ওই বিভাগ। বর্তমানে তিনজন শিক্ষক এই বিভাগ চালাবেন এবং নতুন করে কোনো জনবল চাওয়া হবে না পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৪

কিছু কর্মকর্তার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এমন শর্তে আবেদন করা হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ইউজিসির সদস্য প্রফেসর আখতার হোসেন, শাহনেওয়াজ আলী ও অতিরিক্ত পরিচালক ফেরদৌস জামান ওই বিভাগ সরেজমিনে পরিদর্শন করে রিপোর্ট জমা দেন। রিপোর্টে কোথাও অতিরিক্ত জনবল নেওয়ার বিষয়টি ছিল না এবং তা দেখেই স্বাক্ষর করেন দুই সদস্য। পরে চেয়ারম্যানের অনুমোদনের আগে এই বিভাগের জন্য ৫ জন শিক্ষক ও ৪ জন কর্মকর্তাসহ মোট ৯ জন জনবল নিয়োগের বিষয়টি নোট দিয়ে যোগ করেন তিনি। সেভাবেই চেয়ারম্যানের অনুমোদন করান।

অতিরিক্ত নোট সংযুক্ত করার পর কমিটির অন্য দুজন সদস্যের স্বাক্ষর নেওয়া হয়নি। পরে বিভাগ থেকে ইউজিসির কাছে অভিযোগ করা হয়, আমাদের চাহিদা না দেওয়ার পরও জনবল দেওয়ার বিষয়টি কেন আনা হলো? এই চিঠি পাওয়ার পর চেয়ারম্যান ওই ফাইল ডেকে পাঠান। ফাইল দেখেই চমকে ওঠেন চেয়ারম্যান। অর্থাৎ তিনি নিজেই যে ফাইলে স্বাক্ষর করেছেন, সেখানে কমিটির অন্যান্য সদস্যের স্বাক্ষর নেই। পুরো বিষয়টি ছিল জালিয়াতি। তাৎক্ষণিক ওই কর্মকর্তাকে ডেকে এনে স্ট্যান্ড রিলিজ দেন এবং বিষয়টি তদন্ত করতে উচ্চ পর্যায়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়।

এ ছাড়া পুরো ঘটনা তদন্তে ইউজিসির সদস্য অধ্যাপক দিল আফরোজকে আহ্বায়ক করে ৪ সদস্যের উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন অধ্যাপক আখতার হোসেন, শাহনেওয়াজ আলী এবং ইউজিসির অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন) ফখরুল ইসলাম। তদন্ত কমিটিকে দ্রুত রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে।

তবে এ বিষয়ে ফেরদৌস জামান বলেন, অভিযোগটি সত্য নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক যিনি ইউজিসির সদস্য, তিনি চান না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই বিষয়টি চালু হোক। নিয়ম মেনেই সব কাজ করছি। অনিয়ম পেলে নিজেই চাকরি ছেড়ে চলে যাব।

এর আগে ২০১৪ সালে কুমিল্লার একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবৈধ সুবিধা নেওয়ার দায়ে একই কর্মকর্তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছিল।

এ ছাড়া বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ক্যাম্পাস এবং স্টাডি সেন্টার সংক্রান্ত কাজে সংশ্লিষ্ট ইউজিসির এক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উঠেছে। অনুমোদন না নিয়েও দেশে স্টাডি সেন্টার চলছে। ইউজিসির কর্মকর্তা হয়েও স্টাডি সেন্টারের পক্ষে গোপনে কাজ করেন, নেন অনৈতিক সুবিধা। এতে ইউজিসির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হচ্ছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

ইউজিসির চেয়ারম্যান দপ্তর সংযুক্ত এক কর্মকর্তার বিরুদ্ধেও রয়েছে নানা অভিযোগ। ওই কর্মকর্তা বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনৈতিক সুবিধা নিয়ে থাকেন। টিউশন ফি কমানোর সুপারিশ করে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীর নিকট থেকে অনৈতিক সুবিধা নিচ্ছেন। প্রভাব খাটিয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরির সুপারিশ করছেন। ওই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ থাকলেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

দেশে বর্তমানে ৯৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ফাইল সংরক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় কাজের জন্য কয়েকজন প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। কয়েকজন কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে অনৈতিক সুবিধা নিয়ে থাকেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি প্রকল্প থেকে ১০ লাখ টাকা ঘুষ চাওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) দুই কর্মকর্তাকে গত বছর চাকরিচ্যুত করা হয়। তারা হলেন ইউজিসির পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক ও একই বিভাগের জ্যেষ্ঠ সহকারী পরিচালক।

এসব বিষয়ে জানতে ইউজিসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নানের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করলেও তাকে পাওয়া যায়নি।